মহাজন।

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা ভণিত।

আসামের অন্তঃর্গত যোরহাট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
জাহ্নবী যন্ত্রে
শ্রীহরিহর নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৮১০।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বরদলৈ

অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর মহাশয়

সমীপেষু।

মহানুভাব!

ভালে দিন হল, মহাজন কাক বোলে, এই কথা আপুনি এদিন মোক সোধাত, অবকাশ মতে এই সরু পুথি খনিরে কিছুমান কোবা হৈছে, শ্রবণ গোচর করিব। ইতি।

শকাব্দাঃ ১৮০৮
২৮শে মাঘ।
} শ্রীদিবাকর শৰ্ম্মা।

মহাজন।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নাঃ ॥
ধর্ম্মস্য তত্বং নিহীতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

জয় হরি নারায়ণ জগত ঈশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেব যাক ভাবে নিরন্তর ॥
যার পদোদক হন্তে গঙ্গা ভৈলা জাত
অনন্ত মহিমা যার জগতে প্রখ্যাত ॥
পার্ব্বতির পুত্র দেব বিঘ্ন বিনাশন।
আরম্ভর সিদ্ধি হৌক ভাবি গজানন ॥
কাহাক বোলয় মহাজন সংসারত।
শুনিয়োক কহো তাক করিয়া বেকত ॥
যিতো জনে গুণচয় আছয় মহত।
তাঙ্ক মহাজন বুলি জানা স্বরূপত ॥

মহাজন অধিপতি জনকো কহয় ।
যাতো মহা ইতো শব্দে প্রধানো বোলয় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ নাহি পরাপর ।
অন্যর দুঃখত দুঃখি হোবে নিরন্তর ॥
স্বধর্ম্মত থাকি করে ঈশ্বর সেবন ।
লোকক নকরে নিন্দা সেই মহাজন ॥
পরর নারীক দেখে মাতৃ তুল্য করি ।
সকলোতে সম ভাব মিত্র কিম্বা অরি ॥
স্বধর্ম্ম কর্ম্মত ঘৃণা লজ্জা পরিহরে ।
মহাজন বুলি তাঙ্ক লোকে মান্য করে ॥
হরি শঙ্করত যার একান্ত ভকতি ।
শাস্ত্র অধ্যয়ন করে শিল্প কার্য্যে রতি ॥
জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় সমস্ত বশ যার ।
ক্লেশতো নেড়য় যিতো জন সদাচার ॥
সকলোকে দেখৈ অতি করুণা নয়নে ।
একো কার্য্যে আলস্য নকরে যিতো জনে ॥
মিষ্ট বাক্য কহি সদা লোকক তোষয় ।
নারি সকাশত মৃদুভাব প্রকাশয় ॥
সততে করয় যিতো পর উপকার ।
ব্রাহ্মণক দেখিলাতে করে নমস্কার ॥
প্রত্যেক দিবসে করে যথা সাধ্য দান ।
সদায়ে শুনন্ত যিতো ভারত পুরাণ ॥

অপবিত্র হুয়া নথাকন্ত একো কালে।
সম ব্যবহার করে বান্ধব সকলে॥
যশ আরু ধর্ম্ম নিতে করন্ত সঞ্চয়।
গ্রাম্য কথা মাত্রে যিতো কাল নহরয়॥
সত্যর বাহিরে একো মুখে নভাষয়।
কপট কাহাক বোলে তাক নজানয়॥
মহন্তর নাহিকে মনত অভিমান।
নিন্দা স্তুতি শত্রু মিত্র সবাতে সমান॥
ধৈর্য্যক ধরয় আতি বিপদ কালত।
স্থির ভাবে থাকে আরু মহা সম্পদত॥
অমৃত হোবয় তুষ্ট নকরয় রোষ।
নপালেও নকরন্ত তাত অসন্তোষ॥
শাস্ত্রক নকরে নিন্দা ধর্ম্মক আচরে।
কারো যদি পাবৈ দোষ তাক ক্ষমা করে
অসন্ত জনক দিয়া শাস্ত্র মত জ্ঞান।
শিক্ষা দিয়া পাপ হন্তে করে পরিত্রাণ॥
আপুনার লাভক নিচিন্তি যিতো জন।
ভাবে যাতে হোবে ইতো ভব বিমোচন।
শিষ্য সকলক দেন্ত জ্ঞান উপদেশ।
লাভর আশাক তাত নকরন্ত লেশ॥
যথা সাধ্য দিয়ে শিষ্য তাহাত সন্তুষ্ট।
নপালেও নোহে তাঙ্ক প্রতি আতি রুষ্ট॥

আপুনিও তরে আৰু শিষ্যক তাৰয়।
মহাজন বুলি তাঙ্ক জানিও নিশ্চয়॥
চন্দ্ৰ সূৰ্য্য অগ্নি জল দেবতা পবন।
শালগ্ৰাম বিল্বপত্ৰ তুলসি ব্ৰাহ্মণ॥
পিতা মাতা গুৰু গোৰু বৈষ্ণৱ ভকত।
আৰু মান্যবন্ত লোক যাৰ যেন মত॥
ইসবক বিধিবতে কৰন্ত অৰ্চ্ছন।
দেব প্ৰতিমাতো কৰে সভক্তি বন্দন॥
অতিথিক দেখিলাতে সৎকাৰ কৰয়।
মহাজন বুলি তাঙ্ক জানিবে লাগয়॥
নিজ ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰন্তে যাৰ সদা মতি।
পৰগৃহে যিতো সদা নকৰে বসতি॥
নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্মে নাহিকে আলাস।
একাদশী আদি ব্ৰতে কৰে উপবাস॥
সততে কৰয় বাসুদেবৰ কীৰ্ত্তন।
নিজ বৃত্তি মতে কৰে অৰ্থ উপাৰ্জ্জন॥
হৰি গুণ নাম কৰ্ম্মে উৎসব কৰন্ত।
মদ অহঙ্কাৰ তাত নকৰে মহন্ত॥
পোষন্ত পালন্ত ভাৰ্য্যা পুত্ৰ পৰিয়াল।
আশ্ৰিত জনকো কৰে সুখে প্ৰতিপাল॥
পিতৃ মাতৃ শ্ৰাদ্ধ কৰে তীৰ্থত ভ্ৰময়।
জ্ঞানী সবে মহাজন তাহাঙ্ক বোলয়॥

জ্ঞান যোগ দান ব্রত তপ আদি করি।
ইসবে নতারে যদি নসাধয়ে হরি ॥
সর্ব্বভাবে লবৈ যিতো গোবিন্দে শরণ।
সংসারর দুঃখ হন্তে হোবে বিমোচন ॥
অনিত্য শরীরে যদি নভজয় হরি।
তথাপি বঞ্চিত সিতো সর্ব্ব কর্ম্ম করি ॥
সকলো ধর্ম্মর সার হরি আরাধন।
হরির সেবক যিতো সেই মহাজন ॥
স্বভাব অধিন লোক স্বভাবতে চলে।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ স্বভাবতে ফলে ॥
শত্রু মিত্র গুরু শিস্য স্বভাবে মিলয়।
সুখ্যাতি কুখ্যাতি সবে স্বভাবতে হয় ॥
দেখন্তে সুন্দর আতি কণকে ভুষিত।
তথাপি নুবুলি ভাল স্বভাবে দুষিত ॥
সঙ্গ অনুসারে লোকে স্বভাব লভয়।
এতেকে মহন্তে সাধু সঙ্গ ন ছাড়য় ॥
অর্থ না থাকিলে দুঃখ পাবে নিরন্তর।
আর্জ্জন্তে রাখন্তে ক্লেশ আছে বহুতর ॥
খরছে বেদনা মনে সততে লাগয়।
যত অশান্তির মূল অর্থতে আছয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে লোভ ঐশ্বর্য্য কারণে।
ধর্ম্মপথ কণ্টক জানিয়া আক মনে ॥

আকাঙ্ক্ষা এড়িতে আর পারে যিতোজন।
দিবাকর দেব কহে সেই মহাজন॥
মুখত ভাযয় এক অন্তরত আন।
একোকালে ন পাহরে আপুনার মান॥
পর অপযশ সদা করয় কথন।
হেনয় লোকক নোবোলয় মহাজন॥
ধনত আক্রোশ অবিদ্যাত আশকতি।
অসতর সঙ্গ করে বিষয়ত রতি॥
আপুনি বখানে আপুনার গুণচয়।
হেনয় লোকক মহাজন নোবোলয়॥
পরর দুঃখক দেখি মনত উল্লাস।
বিকথনা করে আরু করে উপহাস॥
নিন্দা বাক্য বুলি আপুনাক বখানয়।
হেনয় লোকক মহাজন নোবোলয়॥
পরর রমণী দেখি এক মনে চায়।
লোকক দেখিলে পুনু মুখ ওলোটায়॥
ছল চাই করে সেই নারী নিরীক্ষণ।
তাঙ্ক মহাজন নবুলিবা কদাচন॥
শাস্ত্রত নাহিকে জ্ঞান পণ্ডিত বোলায়।
কুট বুদ্ধি দিয়া লোকে ধার্ম্মিক বুঝায়॥
মুখে আসে মানে কথা কয় বিপরীত।
মহাজন তাঙ্ক বুলিবাক অনুচিত॥

গুরু ভক্তি যত মানে শিষ্যত কহিব।
মুকুতির পথ বুলি শিষ্যেও শুনিব॥
ইষ্টদেব সম গুরু শাস্ত্রতো কহয়।
এতেকে শিষ্যর গুরু দেবতা নিশ্চয়॥
গুরুক ঈশ্বর বুলি মানিবাক লাগে।
নব বস্তু পাইলে গুরুক দিব আগে॥
শাক তণ্ডুলাদি আনো যত দ্রব্যচয়।
নূতন পাত্রকে নিয়া গুরুত অর্পয়॥
গুরুর প্রসাদ শিষ্যে সাদরে ভুঞ্জিব।
পরম ভক্তিরে নিজ গুরুক তুষিব॥
হেন মতে গুরুত ভকতি আচরিব।
গুরু আশীর্ব্বাদ লৈয়া সুখত বঞ্চিব॥
শাস্ত্র অনুসারে জ্ঞান গুরুয়ে শিষ্যত।
কহিব নকরি লোভ নিজ মনোমত॥
ইহাত করন্ত যদি গুরু বিপরীত।
মহাজন তাঙ্ক বুলিবাক অনুচিত॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যিতো ন করে পালন
বাক্য দিয়া তাক নাচরয় যিতোজন॥
পত্নিক উপেক্ষি করে পরদারে রতি।
আদর নকরে নিজ ভার্য্যা দুষ্টমতি॥
এক নারী বিহা করে শাস্ত্রর বিহিত।
দুই বাসরহ পরিণয় অনুচিত॥

একত অধিক কার্য্য কারণত লাগি।
বিবাহ করন্ত যদি কোনো মন্দ ভাগি॥
সমস্তে ভার্য্যাক এক ভাবেরে দেখিব।
সমানে সাদরি সবে একত্রে পালিব॥
বিপরীত আচরয় যিতো খল মতি।
এজনিক নিন্দি করে সিজনিত রতি॥
এজনিয়ে কথা কলে সুধা সম পায়।
সিজনিয়ে কোবা শুনি মুখ ওলোটায়॥
সিতোজন অধার্ম্মিক আতি ভুরাশয়।
নিশ্চয়ে তাহাঙ্ক মহাজন নোবোলয়॥
পিতৃ পিতামহে যিতো ধর্ম্ম আচরিলে।
স্বধর্ম্ম বুলিয়া যিবা কর্ম্মক করিলে॥
গুণাগুণ ভাল মন্দ নাহিকে বিচার।
সেই কুল ধর্ম্ম কর্ম্ম সেই কুলাচার॥
আর অন্য মতে চলে যিতো অভিমানী।
নিজর কর্ম্মক নিজে বিস্তব বখানি॥
জ্ঞাতি সবে যিবা কয় তাতো হেলা করে।
পূজনীয় ভাবে অনাচারিক আদরে॥
হিংসা বৃত্তি করি যিবা মাংসক বেচয়।
পাষণ্ড সংসর্গে থাকি দিবস হরয়॥
তিথির বর্জ্জিত দ্রব্য করন্ত ভক্ষণ।
নাহিকে সংশয় সিতো নোহে মহাজন॥

লোকে দান দিয়ে বাধা করে যিতো তাত।
ব্রত অন্তে পারণা নকরি খায় ভাত ॥
বিপ্রর সাক্ষাতে করে শুদ্রক পূজন।
নিশ্চয়ে জানিবা সিতো নোহে মহাজন ॥
জাতি কুল ক্রিয়া দান মান নীতি যত।
সামাজিক সবে করে গুরু আজ্ঞা মত ॥
ধন জন লোভে যদি অশাস্ত্র বিধান!
করন্ত শিষ্যর প্রতি হুয়া জ্ঞানবান ॥
ধর্ম্ম পথে বিঘ্ন আরু লোকেও নিন্দয়।
বিশ্বাসরো ভঙ্গ তাত নিতান্তে হোবয় ॥
এতেকে গর্হিত কাম যি জনে করয়।
মহাজন তাক কদাচিতো নোবোলয় ॥
শুদ্র হুয়া করে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ।
অগ্নিত আহুতি দিয়ে নিন্দিয়া ব্রাহ্মণ ॥
নীচে দান দিয়ে তাক গ্রহণ করয়।
বিপ্রকুলে জন্মি যিতো গাভিক দোহয় ॥
জাত কর্ম্ম আদি করি যতেক সংস্কার।
পূর্ব্ব হন্তে নিয়ম আছয় যেন যার ॥
নকরে কৌলিক কর্ম্ম শাস্ত্রর বিহিত।
মহাজন তাক বুলিবাক অনুচিত ॥
উপহাস করে তাক গাবে হরি নাম।
আশীর্ব্বাদ দিয়ে বিপ্র নকরে প্রণাম ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ধর্ম্মক নিন্দয় ।
অম্বুবাচী যোগে যিতো পৃথিবী থান[illegible]
ক্লেশতো নোবোলে মুখে যিতো কৃষ্ণ [illegible] ।
আশীর্ব্বাদ নেদে তাক করয়ে প্রণাম ॥
প্রাণীক লঙ্ঘিয়া যিতো করয় গমন ।
নিতান্তে জানিবা সিতো নোহে মহাজন ॥
কৃষ্ণ গুণ হীন নাচ গীতে যার মতি ।
হরি প্রসঙ্গত যিতো নকরয় গতি ॥
আলস্যে শয়নে সদা কালক হরয় ।
কদাচিতো মহাজন তাঙ্ক নোবোলয় ॥
সুধা সম ইতো মহাজনর লক্ষণ ।
দ্বিজ দিবাকর ভণে চিন্তি নারায়ণ[illegible]
আক গাবে শুনে হয় পুণ্যর সঞ্চয় ।
পরম পবিত্র কথা নাহিকে সংশয় ॥

সমাপ্ত ।